দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 JAN 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটি নিয়ে সমালোচনা থামেনি

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের নবগঠিত কমিটি নিয়ে সমালোচনা এখনো থামেনি। বিশেষ করে, পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ কেউই নিয়মিত ছাত্র না হওয়ায় এবং কয়েকজন যোগ্য ও ত্যাগী নেতাকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত না করায় ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মাঝে বিরাজ করছে চরম

৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ছাত্রদল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হতাশা ও ক্ষোভ। নিয়মিত ছাত্রদের দিয়ে কমিটি করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী সুনির্দিষ্ট ঘোষণা দেয়ার পরও তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় সকলের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিস্ময়।

সারাদেশে ছাত্রদলকে তৃণমূল পর্যায়ে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে গত ২৩ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটি গঠনের পর গত তিন মাসে সংগঠনের ৮৭টি সাংগঠনিক জেলায় দীর্ঘদিনের পুরনো কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে গঠন করা হয় নতুন কমিটি। নেতাকর্মীদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে নেতৃত্বে নিয়ে আসা হয় নিয়মিত ছাত্রদের। নিয়মিত ছাত্রদের দিয়ে ছাত্রদলকে গড়ে তুলতে জেলা কমিটি থেকে বাদ দিতে হয়েছে অনেক ত্যাগী ও যোগ্য নেতাদের। তারপরও ছাত্রদলকে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে গড়ে তোলার এ উদ্যোগে সারাদেশে নেতাকর্মীদের মাঝে নতুন আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেতা নির্বাচিত করার প্রক্রিয়াকে সকল পর্যায় থেকে স্বাগত জানানো হয়। স্বাভাবিকভাবে তাই নেতাকর্মীদের প্রত্যাশা ছিল কেন্দ্রীয় কমিটি গণতান্ত্রিক ধারায় সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে এবং নিয়মিত ছাত্ররা নেতৃত্বে আসবেন। সে কারণে ছাত্রদলের মূল নেতৃত্ব প্রত্যাশী নেতারা অনেকেই মানসিকভাবে সম্মেলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। এরই মাঝে ১ জানুয়ারী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার 'নিয়মিত ছাত্ররাই ছাত্রদল করবে'- এ ঘোষণায় নেতাকর্মীরা দারুণ আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ঐদিন সন্ধ্যায় ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ঘোষণার পর দেখা যায় এতে দলীয় চেয়ারপার্সনের ঘোষণা বহাল রাখা হয়নি। নবগঠিত কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা কেউই নিয়মিত ছাত্র নন। তারা ১৪ থেকে ১৭ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। কমিটিতে বিবাহিতও রয়েছেন। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি মনির হোসেন ও সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এইএম মোশাররফ হোসেনসহ কয়েকজন যোগ্য ও ত্যাগী নেতা কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় নেতাকর্মীদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। বিএনপির নীতিনির্ধারণী মহলসহ সর্বত্রই এ বিষয়টি নিয়ে আলোচিত হয়েছে। নিয়মিত ছাত্র ও যোগ্য নেতাদের দিয়ে যাতে পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন করা যায় তাই এখন বিএনপি হাইকমান্ড গুরুত্বের সাথে দেখছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।